ভোরের কাগজ

তারিখ ... 14 OCT 2002
পৃষ্ঠা ...

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক সেমিনার

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের ভাষাজ্ঞান দেখে লজ্জা পেতে হয়

কাগজ প্রতিবেদক : প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিষয়ক এক সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞা বলেছেন, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না বলেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সেরা ছেলেমেয়েদেরও ভাষাজ্ঞান দেখলে লজ্জা পেতে হয়। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভাষাজ্ঞান শেখার বা শেখানোর কোনো সুযোগ নেই।

গতকাল রোববার বিয়াম মিলনায়তনে সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ আয়োজিত বর্তমান সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক সেমিনারে তিনি এ কথা বলেন।

সেমিনারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্ষেত্রে এক বছরের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বিবরণ উপস্থাপন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব অধ্যাপিকা ডা. তাহমিনা হোসেন। সেমিনারে মুক্ত আলোচনায় বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম। সেমিনারে দেশের বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুক্ত আলোচনায় মনিরুজ্জামান মিঞা বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার মানগত উন্নয়নের জন্য সরকারকে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি বলেন, দেশের যুব সম্প্রদায় বা দেশের বিরাট একটি অংশ তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে স্বপ্ন দেখছে, তারা লাখ লাখ ডলার আয়ের কল্পনা করছে। কিন্তু দেশে ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রোগ্রামার তৈরির জন্য যে উচ্চমানের শিক্ষার প্রয়োজন তা দেশের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিতে পারছে না। ফলে তাদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। এ জন্য অবশ্যই শিক্ষার মানগত উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

মুক্ত আলোচনায় পাঠ্যপুস্তকের মানোন্নয়ন প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম বলেন, বাচ্চাদের আকৃষ্ট করার জন্য অবশ্যই পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয় হতে হবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

কমিউনিটি এবং স্যাটেলাইট স্কুলগুলোর শিক্ষকদের বেতন মাত্র ৫০০ টাকা এই প্রসঙ্গ তোলা হলে সেমিনারে জানানো হয়, বিষয়টি সম্পর্কে সরকার অবগত এবং শিগগিরই এ সমস্যার সমাধান করা হবে।

সেমিনারে ২০০২ শিক্ষাবর্ষে ঠিক সময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছানোসহ বেশ কিছু সাফল্য উপস্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান, স্যাটেলাইট ও কমিউনিটি বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষাক্রম পরিবর্ধন, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম, ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ভৌত সুবিধাদির সম্প্রসারণ, ছুল ফিডিং-প্রোগ্রাম প্রভৃতি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসঙ্গে সেমিনারে জানানো হয়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং এ সিদ্ধান্ত সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারের বহিঃপ্রকাশ।